শোনো হে মুসলিম তরুণী

জীবন রাঙাও যৌবনে

শোনো হে মুসলিম তরুণী

জীবন রাঙাও যৌবনে

ড. হাসসান শামসি পাশা
ডাক্তার, গবেষক, দায়ি
হিমস, সিরিয়া

মাওলানা আবদুল্লাহ কামাল
শিক্ষক, মাদরাসা নুরুল কুরআন ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা

দারুত তিবইয়ান

উৎসর্গজন

কলিজার টুকরো মুনঈমা
পৃথিবীতে যার আগমনের সাথে সাথে বইটি
অনুবাদের কাজ শুরু হয়েছিল আল্লাহ তার
জীবনকে দ্বীনের রঙে রঙিন করুন।
এটাই কামনা

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। ইসলামেই আছে যাবতীয় কল্যাণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আছে ইসলামের এমন বিধান—যা আমাদের জীবনকে করতে পারে পরিপূর্ণ। দিতে পারে মুক্তি। উভয় জাহানের কল্যাণ কেবলই ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রিয় বোন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে সম্মানিত করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তোমরাই তো সকল নবি-অলি আর শহিদের জন্মদাত্রী। তোমাদের দ্বারাই তো এই পৃথিবী আর তার ভেতরের সকল কিছু পেয়েছে পূর্ণতা। এই পূর্ণতা কেবলই তোমাদের মাধ্যমে।

প্রিয় বোন, পাশ্চাত্য সমাজ তার আধুনিকায়ন নীতির মাধ্যমে তোমাকে ধোঁকার সাগরে টেনে নিচ্ছে। তোমার ইজ্জত-আব্রুর বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছে একের পর ভয়ানক হামলা। তোমাকে টেনে নিচ্ছে মহান রবের বিরোধিতায়, ফলে তুমি এগিয়ে যাচ্ছ জাহান্নামের দিকে। হারাচ্ছ তোমার ঈমান-আমল আর পবিত্রতা। সুযোগে লুফে নিচ্ছে তোমাকে দেওয়া আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত।

প্রিয় বোন, এবার তবে ফেরো। আল্লাহর দিকে তোমার কদম প্রসারিত করো। আধুনিকতার নামে মিথ্যার এই ঝঞ্ঝাট থেকে বেরিয়ে আসো। আল্লাহর প্রিয় বান্দিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজেকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করো। তবেই তোমার জীবন সফল, তবেই মিলবে তোমার মুক্তি।

তোমার সেই মুক্তির পথ বাতলে দিতেই এই আয়োজন। এই আয়োজন তোমার এবং তোমার মতো বোনদের জন্য। এই গ্রন্থটিতে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে তোমার হিদায়াতের বার্তা। যা তোমাকে দেখাবে সহজ-সরল পথ। যৌবনকে একত্ববাদের নুরে রাঙাতে চাইলে—অবগাহণ করো বইটিতে।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবদুল্লাহ কামাল। মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত তার অনূদিত কিছু বই ইতোমধ্যে পাঠকের হৃদয় জয় করে নিয়েছে। আশা করছি এ বইটিও পাঠকপ্রিয়তা পাবে। ইনশাআল্লাহ।

বইটির ভাষা সম্পাদনা ও বানান সমন্বয় করেছেন তিবইয়ান সম্পাদনা পরিষদ। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

অতএব বরাবরের মতোই আমি বলব, এ কাজে যা-কিছু ভালো ও কল্যাণকর, তার সবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর অসুন্দর যত, তা কেবল আমাদের সীমাবদ্ধতা। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা জাজায়ে খাইর দান করুন। আমিন।

—প্রকাশক

১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। অবশেষে 'শোনো হে মুসলিম তরুণী; জীবন রাঙাও যৌবনে' বইটি প্রেসে যাচ্ছে। প্রেস থেকে খুব দ্রুতই পাঠকের হাতে চলে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুকের মতো মানব সম্প্রদায়কেও দৈহিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। নারী ও পুরুষ। মানুষ হিসেবে তো উভয় জাতিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলক নারীজাতি পুরুষজাতির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নবিজির ভাষ্য অনুযায়ী নারীদের মর্যাদা পুরুষের তুলনায় তিনগুণ। এর একটি মৌলিক কারণ, নারীজাতি হলো প্রজন্ম নির্মাতা। তাদের মাধ্যমেই নির্মাণ হয় একের পর এক প্রজন্ম। যে ধারা চলতে থাকবে দুনিয়া ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত। এই প্রজন্মের ভালো-মন্দের সিংহভাগই নির্ভর করে নারীজাতির ওপর। যদি নারী ভালো হয়, তবে প্রজন্ম ভালো। যদি নারী খারাপ হয়, তবে পুরো প্রজন্মই বিপথে চলে যাবে। আজ পশ্চিমা বিশ্ব এবং ইসলামের শত্রুরা ওঠেপড়ে লেগেছে এই নারীজাতিকে ধ্বংস করার জন্য। তারা নারীবাদের মুখোশ পরে নারীদের প্রগতিশীল নামক চটকদার স্লোগানের জালে আবদ্ধ করে রাস্তায় টেনে এনেছে। উদ্দেশ্য হলো, সহজেই হাতের নাগালে পেয়ে তাদের ভোগ করা এবং তাদেরকে ধ্বংস করার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করা। এই নারীবাদীদের প্রধান টার্গেট হলো প্রতিটি মুসলিম তরুণী।

ড. হাসসান শামসি পাশা। আরবের একজন প্রখ্যাত লেখক। তিনি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হওয়া মুসলিম তরুণীদের জন্য বই লিখেছেন, 'হামসাতুন ফি উজুনি ফাতাতিন মুসলিমাহ'। এটা যেন গতানুগতিক কোনো বই নয়; বরং একজন স্নেহপরায়ণ ও আদর্শ পিতার পক্ষ থেকে ধ্বংসের গহ্বরে পড়ে যাওয়া মেয়ের প্রতি আবেগ মিশ্রিত উপদেশমূলক এক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। যে চিঠিতে রয়েছে নিজ মেয়ের প্রতি পিতার হৃদয় নিংড়ানো একগুচ্ছ নসিহাহ।

বইটিতে লেখক তরুণীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন পশ্চিমাদের নারীনীতির অসারতা। তরুণীদের বেপরোয়া ও পর্দাহীন চলাফেরার ভয়াবহ পরিণাম। লেখক প্রতিটি বাক্যের লাগাম দিয়ে তাদের তুলে আনতে চেষ্টা করেছেন নিরাপদ আশ্রয়ে। শান্তির ছায়াতলে। পাঠক পাঠমাত্রই বুঝতে পারবেন উশৃঙ্খল তরুণীদের বিপথ থেকে ফিরে এসে সুপথে চলার জন্য লেখকের হৃদয় নিংড়ানো আহ্বান। নিজ কন্যার মতো কতটা স্নেহ, মায়া আর ভালোবাসার সাথে মুসলিম তরুণীদের তিনি সতর্ক করেছেন—তা ফুটে উঠেছে বইয়ের প্রতিটি পাতায়। অনুবাদের বিষয়ে আর কী বলব। আমি নিয়মিত কোনো লেখক নই। নই কোনো দক্ষ অনুবাদকও। অনুবাদের কাঁচা হাতে যতটুকু সাধ্য চেষ্টা করেছি, লেখকের হৃদয়ের ভাব-মর্ম ঠিক রেখে একটি সুন্দর ও সাবলীল অনুবাদ উপহার দিতে। তা কতটা সম্ভব হয়েছে, সেই মন্তব্যের ভার রইল বিজ্ঞ পাঠকের হাতে। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই মহান আল্লাহর। সাথে দারুত তিবইয়ানের সকল সদস্য-সহ যে যেভাবে এই বই প্রকাশে সম্পৃক্ত থেকেছে, সবার প্রতি। আল্লাহ তাআলা সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং বইটিকে কবুল করুন।

—আব্দুল্লাহ কামাল
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
abdullahkamal২৪@gmail.com

লেখকের কথা

যখন আমরা সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুসন্ধান করে দেখতে পাই—

কোনো এক আরব দেশের উচ্চবিদ্যালয়ে ৪৫% তরুণ-তরুণী অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে আবার ২০% মদ ও নেশা পানে আসক্ত;

যখন পরিসংখ্যান আমাদের এই তথ্য দিয়ে অবাক করে দেয়—

আরব দেশের কোনো এক শহরে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ৫০%-এ পৌঁছেছে। অর্থাৎ প্রতি দুটি বিবাহের একটিই তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে;

যখন আমরা শুনতে পাই—

যুবক-যুবতীরা ২৪ ঘণ্টাই স্যাটেলাইট চ্যানেলের সামনে বুঁদ হয়ে আছে। বেহুদা তামাশা-কৌতুক আর ঘৃণ্য নাটক-সিনেমা দেখে সময় নষ্ট করছে;

যখন আমরা দেখি—

সংবাদমাধ্যমগুলো সত্যকে মিথ্যার সাথে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে; বরং মিথ্যাকে সত্যের মোড়কে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করছে। আর সংস্কৃতি, স্বাধীনতা, উন্নতি ও প্রগতি নামক কিছু চটকদার স্লোগানের মাধ্যমে যুব সমাজকে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে;

ভিজ্যুয়াল স্ক্রিন, অশ্লীল ম্যাগাজিন, অডিও সম্প্রচার ও ইন্টারনেটের অশ্লীল সাইটগুলো এখন হাতের নাগালে—

এর কু-প্রভাব আমাদের যুবক-যুবতীদের চরম ক্ষতির মুখে ফেলে দিচ্ছে;

তারা তুচ্ছ ও হীন বিষয়ের পেছনে দৌড়াচ্ছে, লালসা ও কুপ্রবৃত্তির মধ্যে ডুবে গেছে, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে সরে গেছে, নষ্ট সমাজের

অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে, অধিকাংশ যুবক এখন উদ্ভ্রান্তের মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের নিজস্ব কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। পরিচয় নেই। ভবিষ্যতের কোনো চিন্তা নেই।

যুবকরা পৌরুষ্যদীপ্ত আত্মসম্মান ও যুবতিরা লজ্জার ভূষণ আর বিশুদ্ধ মনোভাব হারিয়ে এখন পাপাচার ও অনৈতিকতার চক্করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এহেন পরিস্থিতিতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করছেন যে, আমরা এক বিপজ্জনক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি। এমন এক মহামারির গ্যারাকলে আটকে গেছি, যা চতুর্দিক থেকে আমাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে।

একটা পরিবার দেখাশোনার ভার যখন এমন নারীর কাঁধে ওঠে—

যে দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ অজ্ঞ, শুধুই রঙবেরঙের প্রসাধনী দিয়ে নিজের চেহারা সাজাতে ব্যস্ত।

আর মুখ বিকৃত করে কয়েকটি বিদেশি শব্দ বলে মানুষকে বোঝায় সে বিরাট শিক্ষিত।

এ ধরনের মায়েরা সমাজকে এমন সন্তানই দিতে পারবে—

যারা পথবিচ্যুত, যাদের নেই কোনো পরিচয়, নেই কোনো পুরুষত্ব, নেই কোনো দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা।

পরবর্তীতে এই মানুষগুলোই যখন জাতির নেতৃত্বের আসনে বসবে, তখন সে জাতির ওপর বড় বিপর্যয় নেমে আসবে বইকী।

এদের দ্বারাই মূলত একটি জাতি নষ্ট হয়, ধ্বংস হয় সুন্দর সভ্যতা।

কোনো মা যখন তার সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্ব সেবিকার হাতে ছেড়ে দেয়; দেখা যায়, এই সেবিকাই ছোট বাচ্চাকে খাওয়ায়, কাপড় পরিধান করায়, তাকে কোলে-পিঠে নিয়ে দিনরাত ঘুরে বেড়ায়, তাকে ঘুম পাড়ায়, গান শোনায়; শেষে দেখা যায়, ছোট শিশুর মনে এই মেয়েটির প্রতিই মায়া-মমতা ও ভালোবাসা তৈরি হয়ে যায়। যে বাবা-মা তাকে জন্ম দিলো তাদের প্রতি আর অতটা টান থাকে না।

পরে আমরা এমন এক প্রজন্ম দেখতে পাই, যাদের বলা হয়, সেবিকাদের বাচ্চাদের প্রজন্ম। তারা এমন এক ভবঘুরে প্রজন্ম, যাদের বাবা-মা জানে না, কোথায় তাদের দিন কাটে। রাতে তারা কোথায় থাকে। জানে না, তারা

কোন পথে চলছে। কী পানীয় পান করছে। তারা কোনদিকে চলে যাচ্ছে। পরে সমাজে এদের দ্বারা নেমে আসে মহাবিপর্যয়।

অন্যদিকে আমরা এমন এক প্রজন্মকেও দেখতে পাই, যারা বাতিলের সাথে আপোস করে না। মিথ্যার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে। সর্বক্ষেত্রে ইসলামের মধ্যমপন্থা অনুসরণ করে এবং কুপ্রবৃত্তি-প্ররোচনা ও পশ্চিমা স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দেয় না।

এরাই সঠিক প্রজন্ম। জাতির ভবিষ্যৎ। উত্তম পন্থায় লালন-পালন করে এমন প্রজন্মই তৈরি করা দরকার।

কৈশোরে একটি মেয়ের মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তখন তার নারীত্ব ও ব্যক্তিত্ব পূর্ণ হতে থাকে। এ সময় সে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতার মধ্যে সময় পার করতে থাকে। কখনো নিজের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। আবার কখনো পরিবারের অবাধ্য হয়ে পড়ে। এ বয়সে বিবেকের চেয়ে আবেগ কাজ করে বেশি। যেকোনো বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হুট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। পরে নিজের ভুলের অন্য অনুশোচনা হয়। কৈশোরের এই অবস্থা চলতে থাকে কয়েক বছর। তাই এই সময়টাতে মেয়েটির সাথে বিশেষ আচরণ ও অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া প্রয়োজন হয়।

একজন সচেতন মা তিনি, যিনি বুঝতে পারেন তার মেয়ে এখন একটি বিশেষ পর্যায় অতিক্রম করছে। ফলে তিনি মেয়ের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হন। বন্ধুসুলভ আচরণ করেন। তার পর্দার প্রতি খেয়াল রাখেন। তাকে ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষা দেন। যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া বাস্তবসম্মত উত্তম উপদেশ দেন।

একজন জ্ঞানী মা তিনিই, যিনি ঠান্ডা মাথায় মেয়েকে উপদেশ দেন। দূর থেকে তাকে পর্যবেক্ষণে রাখেন। অন্যায় করলে শাস্তি দেন না; তবে প্রয়োজনে তিরস্কার করেন। মেয়ের সাথে এমনভাবে থাকেন, যেন দুজন বান্ধবী। মা তাকে স্নেহ করেন। তার আবেগ অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করেন। আর তাকে একথা বোঝান, সে এখন একজন দায়িত্বশীল মেয়ে হয়ে উঠেছে। এখন তার পোশাকে শালীনতা আনতে হবে। আচরণে ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে। আর চলাফেরায় আরও বিচক্ষণ হতে হবে।

কোনো সন্দেহ নেই, যে মেয়েটি এমন ঈমানি তরবিয়ত ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করবে, ভবিষ্যৎ জীবনে তার থেকে ভালো ফলাফল আশা করা যায় বইকী।

এই বয়সে মেয়েরা যে প্রতারণামূলক আহ্বানের মুখোমুখি হয়, এর জন্য সিংহভাগ দায়ভার পথভ্রষ্টকারী আধুনিক মিডিয়ার।

আমাদের তো জিজ্ঞেস করার অধিকার আছে, তারা কেন মুসলিম নারীদের মগজে এই বিষাক্ত ভাবনা জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে যে, তাদের মুক্তির প্রয়োজন?

আচ্ছা, তাহলে পুরুষের লোভাতুর দৃষ্টি থেকে নারীদের আত্মরক্ষার জন্য বোরকা পরা কি দাসত্ব, যে তা থেকে মুক্তি প্রয়োজন?

একজন নারী তার সন্তানদের ভালোভাবে লালন-পালন করে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ঘরে অবস্থান করা কি দাসত্ব—যে, তা থেকে মুক্তির প্রয়োজন?

কেন তারা সতী-সাধ্বী নারীদের খোলামেলা ও অশালীন পোশাকে রাস্তায় বের করতে এত মরিয়া?

কেন নারীদের ভেতরে এসব বিভ্রান্তিকর চেতনার বীজ বপন করা হচ্ছে?

মেয়েদের প্রতি কিছু স্পষ্ট বার্তা

১. একটি মেয়ে ভবিষ্যতের মা। প্রজন্ম তৈরির কারিগর।

২. আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের দাবি হলো, নারীরা মজলুম ও অপমানিত। তাই প্রত্যেকেই নারীদের নিয়ে খুব চিন্তিত। লেখক-সাহিত্যিকরা নারীদের নিয়ে কবিতা ও গল্প লেখে। সাংবাদিকরা তাদের নিয়ে কলাম লেখে। লেকচাররা তাদের নিয়ে লেকচার দেয়। প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে নারী ও নারী অধিকার নিয়ে কথা বলছে।

৩. নারীরা এমন জাতি, স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি প্রত্যেক ঈদে সব মুসলিমদের সাথে নারীদের নিয়েও খুতবা দিতেন। খুতবা শেষে তিনি নারীদের সাথে কথা বলতেন এবং তাদের নসিহত করতেন। কিন্তু নারীদের কাছে এটা খুব কম মনে হতে লাগল। তারা নবিজির কাছে আরেকটু বেশি সময় কামনা করল। এজন্য আবেদন বার্তা নিয়ে এক নারী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বলল, পুরুষরা আপনার সঙ্গ বেশি পেয়ে থাকে, ফলে তারা অনেক কিছু শিখতে পারছে। আপনি শুধু আমাদের জন্য সপ্তাহের একটি দিন বরাদ্দ করুন। যেদিন শুধু আমাদেরকেই ওয়াজ

নসিহত করবেন। সেদিন কোনো পুরুষ থাকবে না। পুরুষদের ব্যাপারে কোনো কথাও হবে না।

নবিজি তার এই আবদার কবুল করে নারীদের জন্য সপ্তাহের একদিন বরাদ্দ করলেন। সেদিন শুধু নারীদের উদ্দেশ্যেই বয়ান করতেন।

তিনি নারীদের সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। বিদায় হজের ভাষণে নারীদের যত্ন নেওয়ার বিষয়টি তো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। সেদিন তিনি বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ আল্লাহর আমানত হিসেবে। আর আল্লাহর নামে তাদের গুপ্তাঙ্গকে হালাল করেছ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করাকে একজন পুরুষের ভালো হওয়ার মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ওই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম।

শুধু এতটুকুই নয়; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাবাহিনীর যাত্রাকে স্থগিত রেখেছিলেন নারীর জন্য।

এক সফরে তার স্ত্রী হজরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার হার হারিয়ে গিয়েছিল। হার পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিনীকে সামনে বাড়ার অনুমতি দিচ্ছিলেন না। পরে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে আয়িশাকে তিরস্কার করে বললেন, তুমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-সহ সমস্ত মানুষকে আটকে রেখেছ, অথচ তাদের কাছে পানি নেই। কাছে কোথাও পানির ব্যবস্থাও নেই।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উট উঠে দাঁড়াল। উটের নিচেই হারটি পাওয়া গেল। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল হলো। সমস্ত মুসলিম তায়াম্মুম করে নিলেন। হজরত উসাইদ ইবনু হুজাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আবু বকরের পরিবারবর্গ, এটা তোমাদের প্রথম বরকত নয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নারীদের মর্যাদা ছিল অনেক বেশি। একবার হজরত উম্মু হানি রাদিয়াল্লাহু আনহা নবিজির কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি এক ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দিয়েছি; কিন্তু আমার ভাই আলি ইবনু আবি তালিব এখন তাকে হত্যা করতে চায়। নবিজি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উম্মু হানি, তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।

৪. নারী হলেন সংস্কারক উলামায়ে কিরামের মা। নারীর উদর থেকেই জন্মেছিলেন হজরত উমর ইবনু আবদিল আজিজ, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি, ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইবনু তাইমিয়া প্রমুখের মতো মহান মনীষীগণ।

ভুলে যেয়ো না, এসব বড় বড় বুজুর্গ আলিম, দার্শনিক ও রথী-মহারথীদের প্রত্যেকেরই একজন করে সৎ, আদর্শ ও পুণ্যবতী মা ছিলেন। তারা আল্লাহর কাছে সর্বদা এই দুআ করতেন, আল্লাহ তাআলা যেন তাকে এমন সন্তান দেন—যে তার চক্ষুশীতলতার কারণ হবে। তার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে এবং তার হৃদয়-মন জয় করবে।

এই সত্য-সুন্দর অনুপ্রেরণামূলক কথাগুলো মেয়েদের বেশি বেশি শোনানো দরকার ছিল।

অধুনা বহু যুবতী মেয়ে এমন আছে, যারা সম্ভ্রান্ত পিতা-মাতার ঘরে জন্ম নিয়েছে। রক্ষণশীল পরিবারে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু যুগের ফিতনার খপ্পড় থেকে বাঁচতে পারেনি। ঘরে বসেই স্যাটেলাইট চ্যানেলে বিভিন্ন অশ্লীল জিনিস দেখে, শোনে। অপরিচিত যুবকের সাথে কথা বলে। যার শুধু কথাই শোনা যায়, কিন্তু তার পরিচয় জানা নেই। অথবা ইন্টারনেটে এমন যুবকের সাথে চ্যাট করে, যার নাম পরিচয় কিছুই সে জানে না।

মেয়েটা ঘরে থেকেও এক দ্বিমুখি সংগ্রামের মধ্যে বাস করতে থাকে। কখনো এমন কিছু শোনে, যা তাকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে। তার সতীত্ব হরণের পথে ধাবিত করে।

আবার কখনো এমন কিছুও শোনে, যা তাকে ভেতর থেকে প্রকম্পিত করে তোলে। যা তাকে বলে, সতর্ক হও, তুমি ধ্বংসের পথে চলছ, ভুল পথে হাঁটছ।

সে তো আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিনের ওপর ঈমান রাখে। জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। হালাল-হারাম বিশ্বাস করে। কিন্তু প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সামলানো তো অত্যন্ত কঠিন।

দেখা যায় মেয়েটির পিতা সারাদিন ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরি-বাকরির কাজে ব্যস্ত। তার সারাদিন সময় কাটে বন্ধুবান্ধব আর ঘনিষ্ঠজনদের সাথে। এমনকি রাতের একটা অংশও তার বাহিরেই কেটে যায়।

বাসায় মেয়ের মা ব্যস্ত নিজের সাংসারিক কাজে। দিনশেষে একটু সময় পেলে সে সুযোগে তার আত্মীয় বা সখীদের সাথে গল্প করে। কিন্তু মেয়ের প্রতি খেয়াল দেয় না।

তো মেয়েটি দেখে, তার পিতা-মাতা কেউই তার প্রতি তেমন কেয়ার করছে না। তার অভিযোগ-অনুযোগ ও অনুভূতির কথা শুনছে না। ফলে এই সুযোগে সে খারাপ সঙ্গ গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ে এমন কিছু বান্ধবী জুটিয়ে নেয়, যারা তাকে কুপথে পরিচালিত করে। অথবা এমন কোনো লম্পট যুবকের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে, যে তাকে মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনায় আর মিথ্যা প্রলোভন দেখায়।

দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, ইদানিং কিছু ম্যাগাজিন, অশ্লীল নাটক-সিনেমা আর পশ্চিমা মিডিয়ার মাধ্যমে মেয়েদের আহ্বান জানানো হচ্ছে, যাতে তারা পরিবারের শৃঙ্খল আর ইসলামের সু-শিক্ষার গণ্ডি থেকে বের হয়ে নিজের মনমতো ইচ্ছেস্বাধীন চলাফেরা করে।

জর্জ হার্ফট তার দ্য সেক্সুয়াল রেভ্যুলেশন বইয়ে বলেন, যারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে উদ্বিগ্ন, তারা মনে করেন, প্রতিদিন টনকে টন সেক্স-বোমা বিস্ফোরিত হচ্ছে। এই বিস্ফোরণের দ্বারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এর ফলে তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যতে চরম বিপর্যয় নেমে আসবে। আজকের শিশুরা আগামীতে এমন এক পরিস্থিতির মুখে পড়তে যাচ্ছে, যেখানে দিনরাত সর্বক্ষণ চতুর্দিক থেকে আসক্তিকর বিভিন্ন জিনিস তাদের বেষ্টন করে রাখবে। তখন মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন, এই কুৎসিত-কদর্যতার শিকার হবেই হবে।

এখন তো যেকোনো শহরে নিরাপদে চলাচলও মুশকিল হয়ে গেছে। চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন পন্থায় যৌন-বোমা হামলার শিকার হতে হয়। যেমন, নগ্ন বিজ্ঞাপন, কুরুচিপূর্ণ ছবিতে ঠাসা ম্যাগাজিন, যৌনতায় প্রলুব্ধকারী ভিডিও, অশ্লীল নাটক-সিনেমা আর দায়িত্ব-জ্ঞানহীন স্যাটেলাইট চ্যানেল দিয়ে চতুর্দিক সয়লাব (কিন্তু আল্লাহর কসম, এসব চ্যানেলের মালিকরা এমন দিনে তাদের অপকর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে, যেদিন তাদের সন্তান ও সম্পদ কোনোই কাজে আসবে না)।

বড় লজ্জার বিষয় হলো, অধিকাংশ দেশগুলো পর্নোগ্রাফি সাইটগুলোকে কোনোরকম নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনেনি। ফলে শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সবাই

সমান হারে তাতে জড়িয়ে পড়ছে। দুর্ভাগ্যবশত আজ মুসলিমরাই আরব বিশ্ব ও ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিমদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দরজা খুলে দিয়েছে। এতে শান্ত-নিষ্পাপ মানুষগুলোও অশ্লীলতায় আকর্ষিত হচ্ছে। যেমন, অধিকাংশ পণ্যের অ্যাড দেওয়ার ক্ষেত্রে নগ্ন মেয়েদের ব্যবহার করা হচ্ছে। উন্মাতাল গান-বাদ্য আর অশ্লীল ভিডিও ক্লিপে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। এই আফসোস ও লজ্জার কথা আর কোথায় বলা যায়!

পশ্চিমা সভ্যতা যখন আমাদের গ্রাস করে নেয়, তখন দেখা যায়, আমাদের নারীরা শালীন পোশাক, মার্জিত চলাফেরা ও পরিপাটি-বিন্যস্ত চুল রাখতেও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এগুলো মূলত স্যাটেলাইট চ্যানেলের বিভিন্ন প্রোগ্রাম, নাচ-গান, অনাচারিতা ও অশ্লীলতার প্রভাব।

অথচ উৎকর্ষ আত্মা, উন্নত চরিত্র আর ইসলামের দীক্ষা হলো, এগুলো আমাদের মনোযোগেরই কোনো বিষয় না। এসব আমাদের কোনো সাবজেক্টই না।

নারীকে যখন পণ্য বানানো হয় বা তাকে পণ্য প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যম বানানো হয়, তখন নারীর সম্মান কোথায় থাকে?

সাবান ও ন্যাপকিনের বক্সে নারীর ছবি দেওয়ার অর্থ কী?

একটা ম্যাগাজিনের কভার করতে হলে সেখানেও কোনো আকর্ষণীয় নারীর ছবিই দিতে হবে কেন?

এসব প্রচারণার মাধ্যমে কি যৌনতার প্রতি প্রলুব্ধ করা হচ্ছে না?

এই তো কয়েক বছর আগের ঘটনা। অভিনয়কালে এক ফরাসি অভিনেত্রীর নোংরা শট নেওয়ার সময় যখন তার সামনে ক্যামেরা ধরা হয়েছিল, সে চিৎকার করে পরিচালককে বলেছিল, হে কুকুরের দল, তোমরা তো আমাদের মতো নারীদের শুধু দেহটাই চাও; যাতে তোমরা এই দেহ বিক্রি করে কোটিপতি হতে পারো। এরপর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এই অভিনেত্রী জীবনভর অশ্লীল পাপ-পঙ্কিল জীবনে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তার বিবেক জাগ্রত হয়েছিল। তার এই বিবেক জাগানিয়া তীর্যক মন্তব্য সেইসব লোকদের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত প্রমাণ, যারা নোংরা-বেহায়া-অশ্লীল নারীদের বলে, এরা উন্নত-স্বাধীন-প্রগতিশীল।

বয়ফ্রেন্ড ও সুন্দরী প্রতিযোগিতা ছেড়ে আল্লাহর পথে 'সারা'

এক মেয়ের ঘটনা বলি—যে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়েছে। আল্লাহ তাআলাও তাকে আপন করে নিয়েছেন। সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য চেষ্টা করেছে। আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন। সে ছিল পুরোপুরি দ্বীনবিমুখ। গুনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত। আল্লাহ তার পেছনে এমন এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন, যে তাকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার রাস্তা দেখাল।

বলছি, সারা নাম্নী এক মডেল মেয়ের ঘটনা। স্যাটেলাইট চ্যানেলে সে শাইখ আমর খালিদের একটি প্রোগ্রাম শোনে। পরে শাইখের কাছে এই বলে চিঠি লেখে—

আমি একজন তরুণী। আমার নাম সারা। আমার পিতা লেবাননি মুসলিম। আর মা লেবাননি খ্রিষ্টান। তারা দুজন ভেনেজুয়েলায় চলে গেছে। সেখানে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। পরে প্রত্যেকেই যার যার পছন্দমতো আরেকজনকে বিবাহ করে নেয়। এদিকে আমি হয়ে পড়ি দিকবিভ্রান্ত ও বিপথগামী। আল্লাহ আমাকে অসাধারণ সৌন্দর্য দিয়েছেন। আমি সুন্দরী প্রতিযোগিতার মতো গর্হিত কাজের দিকে পা বাড়ালাম। কিছুদিন পর একটি মদের বারে আমার চাকরি হলো। সেখানে আমার একজন বয়ফ্রেন্ডও হলো। আমি আমার দ্বীন-ধর্ম ছেড়ে দিলাম। ভুলেই গেলাম আমি একজন মুসলিম। আমি এখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর কুরআনের লেখা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই বুঝি না।

হঠাৎ একদিন ভেনিজুয়েলার 'ইকরা' নামক একটি চ্যানেলের দিকে আমার নজর পড়ল। দেখলাম সেখানে আমর খালিদ নামক এক শাইখ নারীদের পবিত্রতা ও চরিত্র নিয়ে কথা বলছেন। কথাগুলো শুনে প্রথমে আমার নিজের ওপর নিজের লজ্জা হতে লাগল। কারণ, কথাগুলো শুনে আমার ভেতর এই অনুভূতি তৈরি হলো, আমি তো তাহলে বখাটেদের নোংরা হাতের সস্তা পণ্য হয়ে গেছি।

এবার আমার বিবেকের পর্দা সরে গেল। এখন আমি মুসলিম হিসেবে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না। কোনো মুসলিমের সাথেই আমার পরিচয় নেই। এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো, আমি তো গুনাহ ও অন্যায়ের সাগরে ডুবে আছি। আল্লাহ কি আমাকে মাফ করে তার পথে কবুল করবেন?

আমর খালিদ বলেন, আমি তাকে জবাবে আল্লাহর প্রশস্ত রহমত, অসীম দয়া এবং তাওবাকারীদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার কথা বুঝিয়ে বললাম।

সে আমাকে চিঠি লিখল, আমি নামাজ পড়তে চাই। কিন্তু আমি তো সুরা ফাতিহা ভুলে গিয়েছি। এখন কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করতে চাই। কী করব আমি?

আমর খালিদ বলেন, আমি হারামের ইমাম শাইখ শুরাইমের তিলাওয়াতের একটি ক্যাসেট তার নিকট দ্রুত পাঠিয়ে দিলাম।

তিনদিন পর সে আমার নিকট চিঠি পাঠাল, আমি সুরা আর রহমান এবং নাবা মুখস্থ করেছি। সাথে সাথে আমি নামাজও পড়া শুরু করেছি।

এরপর আবার চিঠি লিখল, আমি বয়ফ্রেন্ডের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে পূর্ণ পরিত্যাগ করেছি। আমি সুন্দরী প্রতিযোগিতা ও বারের চাকরিটাও ছেড়ে দিয়েছি।

মেয়েটি আল্লাহর কাছে কবুল হতে শুরু করেছে। সে তার রবকে চেনার পর এবার নিজেকে চিনতে পেরেছে।

দুই সপ্তাহ পর চিঠি পাঠিয়ে জানাল, আমি মারাত্মক সমস্যার মধ্যে আছি। এজন্য এর মধ্যে আপনার কাছে চিঠি লেখা বন্ধ ছিল।

সে আরও জানাল, তার মারাত্মক মাথাব্যথা ও প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল।

ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করে কয়েকদিন পর আমাকে জানাল, হে আমর, আমার মস্তিষ্কে ক্যানসার ধরা পড়েছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য!

এই অবস্থায়ও সে আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, এই কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েও আমি মর্মাহত নই, বিচলিত নই; বরং আমি খুব প্রফুল্ল আছি। কারণ, আমি আমার রবকে চিনতে পেরেছি; তাকে ভালোবাসতে পেরেছি। আমার রোগ এবং বিপদের আগেই আমি তার কাছে ফিরে যেতে পেরেছি।

দুদিন পর আমার জরুরি অপারেশন। আমার ভয় হচ্ছে, যদি আমি মারা যাই, আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করবেন কি না!

আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তাআলা কীভাবে একজন তাওবাকারীকে মাফ করবেন না?

আল্লাহ তাআলা তোমাকে তার দিকে ফিরে নেওয়ার মাধ্যমে এবং সুরা ফাতিহা মুখস্থ করার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। তুমি তো আরহামুর রাহিমিন আল্লাহ তাআলার দয়ার মধ্যেই আছ।

এভাবে আমি তার জন্য আশার দরজা খুলে দিলাম। তার মনে জমে থাকা হতাশার কালো মেঘ দূর করলাম।

পরে সে বলল, আমি আপনার পাঠানো কারি শুরাইমের তিলাওয়াতের ক্যাসেটটা মসজিদে রেখে দিয়েছি; যাতে এটা আমার জন্য সাদকায়ে জারিয়া হয়। কারণ, আমি তো ইহজীবন থেকে চির বিদায় নিতে যাচ্ছি।

এর একদিন পরই তার খ্রিষ্টান বান্ধবী আমার কাছে চিঠি পাঠাল, 'সারা' দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে।

হে বোন, তোমার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন

তুমি কি ইসলামের নিয়ামতের ওপর আল্লাহর প্রশংসা করেছ?

তুমি কি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মতো আদায় করো?

তুমি কি মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করো?

তুমি কি কুরআন থেকে দৈনিক তিলাওয়াতের জন্য একটা পরিমাণ নির্ধারণ করেছ?

তুমি কি পিতা-মাতার কথা মানো?

তুমি কি গোপনে, প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করো?

তুমি কি আল্লাহর হুকুম—পর্দার প্রতি পূর্ণ যত্নবান?

তুমি কি সৎ বান্ধবী গ্রহণ করেছ; অসৎ বান্ধবী ত্যাগ করেছ?

তুমি কি ফোনে কথা বলার সময় সর্তকতা অবলম্বন করো?

তুমি কি দ্বীনের ওপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করো?

তুমি কি আখিরাতের দীর্ঘ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?

তুমি কি নেক আমলের মাধ্যমে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে পাথেয় সংগ্রহ করেছ?

তুমি কি ভেবে দেখেছ, যেকোনো সময় জান কবজ করার জন্য আসমান থেকে মৃত্যুর ফিরিশতারা তোমার কাছে চলে আসবে, তখন যদি তুমি গাফিল থাকো—কী অবস্থা হবে তোমার?

তুমি কি কবরের প্রথম রজনী সম্পর্কে ভেবেছ?

তুমি কি কিয়ামতের দিন নিয়ে চিন্তা করেছ, যেদিন সমস্ত মানুষ আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে?

তুমি কি সেই দিন পরম প্রতাপশালী আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিয়েছ, যেদিন তিনি তোমার আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন?

প্রিয় বোন, জীবনকে উপভোগ করো

ইসলাম তোমার স্বাচ্ছন্দ্যময় সুন্দর জীবনের প্রতিবন্ধক নয়; বরং ইসলাম তো তোমার কাছে এটা কখনোই কামনা করে না যে, তুমি একেবারে দুনিয়াদারি ছেড়ে সন্ন্যাস জীবনে চলে যাও।

ইসলাম শুধু চায়—

তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে সভ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ একজন মানুষ হও।

বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পারদর্শী হও।

একজন কল্যাণকামী অগ্রসরমান ভালো মানুষ হও।

ইসলাম চায়—

তুমি নিজ দেহের অধিকার—যেমন খাবার, ব্যায়াম ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হয়ে তা ঠিকমতো আদায় করো।

হারামে না জড়িয়ে শুধু হালাল বিনোদনের মাধ্যমে আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করো।

পরিবারের অধিকার সম্পর্কে অবগত হও এবং তাদের যথাযথ যত্ন ও সঙ্গ দিয়ে সে অধিকার পূরণ করো।

তোমার স্বামীর অধিকার সম্পর্কে অবগত হও এবং গুনাহের কাজ ব্যতীত সর্বক্ষেত্রে তার পূর্ণ আনুগত্য করে সেই অধিকার আদায় করো।

সন্তানদের অধিকার সম্পর্কে অবগত হও আর তাদেরকে নম্রতা, ভদ্রতা ও আদর্শ শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়ে সেই অধিকার পূর্ণ করো।

ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে কাজ করে, সমাজের অধিকার পূরণ করো।

এসব কিছুর ঊর্ধ্বে, তুমি আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে অবগত হও এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ ঈমান-আকিদা ও তার পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে তার অধিকার পূরণ করো।

সবিশেষ কথা হলো, আমার এই কিতাবটি মেয়েদের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশসমৃদ্ধ একটি আবেদনপত্র মাত্র। আবেদনপত্রটি ওইসব পবিত্র নারীদের উদ্দেশ্যে, যাদের চতুর্পাশে অনৈতিকতা ও পঙ্কিলতার ছড়াছড়ি। এ অবস্থায় তারা আসমানের দিকে তাকিয়ে শুধু বলে, হে আল্লাহ, হে অন্তর ও দৃষ্টির পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল ও অবিচল রাখুন।

এই কিতাব রচনার প্রেক্ষাপট হলো, প্রয়াত শিক্ষাবিদ আহমাদ উলওয়ানের ছেলে, ভাই অধ্যাপক বাসাম আমাকে বলেছিলেন, আপনি সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্য করে কিতাব লিখেছেন—আসয়িদ নাফসাকা ওয়া আসয়িদিল আখরিন।

পিতামাতাকে উদ্দেশ্য করে কিতাব লিখেছেন—কাইফা তুরব্বি আবনাআকা ফি হাজাজ জামান।

এই দুটি কিতাব ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। এখনোবধি এর কয়েকটি অ্যাডিশন ছাপা হয়েছে। আপনি কেন যুবক-যুবতীদের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন কিতাব লিখছেন না! অথচ তাদের এমন একটি অর্থবহুল কিতাবের খুবই প্রয়োজন, যা তাদের বিবেক ও হৃদয়ে নাড়া দেবে।

এই বইয়ের মাধ্যমে আমি মুসলিম নারীদের মনে উদয় হওয়া বিভিন্ন প্রশ্ন, শঙ্কা ও আশঙ্কার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যাতে তাদের ঈমান মজবুত হয়। অন্তর প্রশান্ত হয়। নিজেদের দ্বীন-ধর্মের প্রতি আস্থা ও আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। ইসলামি বিধি-বিধান পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। লম্পট যুবক, অপসংস্কৃতি, হলুদ মিডিয়া আর প্রতারকের প্রতারণার জালে যে তারা ভালোভাবেই ফেঁসে যাচ্ছে, আমি তাদের সে বিষয়ে কিছুটা সতর্ক করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

হে আল্লাহ, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, এই কিতাব রচনার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এটাই, এই কিতাব যেন মুসলিম নারীদের চলার পথে আলোকবর্তিকা হয়ে তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। তাদেরকে বদ-দ্বীনের অন্ধকার কূপ থেকে তুলে ইসলামের প্রশস্ত সৈকতে নিয়ে আসে, যেখানে রয়েছে পরম সৌভাগ্য। আত্মার প্রশান্তি আর পূর্ণ নিরাপত্তা।

হে আল্লাহ, আপনার কাছে আমার নিবেদন, আপনি এই কিতাবের পাঠিকা-পাঠককে উপকৃত করুন। লেখক-প্রকাশককে উত্তম বিনিময় দান করুন। আর এই কিতাবকে সেই দিনের জন্য নাজাতের অসিলা বানান, যেদিন কোনো সন্তান-সম্পদই কারও কাজে আসবে না।

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এমন ঈমান চাই, যা আমার হৃদয়কে আলোকিত করবে। আমার গুনাহকে বিমোচন করবে। যা আমাকে আপনার পবিত্র চেহারা দর্শনে সহায়তা করবে। এরপর আর কী আশা থাকতে পারে!

—ড. হাসসান শামসি পাশা
হিমস, সিরিয়া
২০ আগস্ট ২০০৫ ইংরেজি
১৬ রজব ১৪২৬ হিজরি

সূ চি প ত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহীয়সী নারী-৩৫

হজরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ৩৫
নারীদের আলিম হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ৩৭
হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী সারাহ ৩৭
ফিরাউনের মেয়ের বাঁদি ৩৮
ফিরাউনের স্ত্রী হজরত আসিয়া বিনতু মুজাহিম ৪০
হজরত সাফিইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকর্তৃক এক ইহুদি হত্যা ৪২
মুসলিমদের উদ্ধারকারী নারী ৪৪
সৌভাগ্যবান নারী, যার বিয়ের ঘটক খোদ নবিজি ৪৫
ঘোড়ার লাগাম বানাতে নারীর চুল ৪৭
স্ত্রীই যখন স্বামীর শিক্ষক ৪৮
ইমাম আহমাদের আম্মা ৪৮
হজরত ফাতিমা : একজন নারী ফকিহ ৪৯
হাজার পুরুষ সমতুল্য এক নারী ৫০
নারীদের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বহু পুরুষ ৫১
কয়েকজন নারী দায়ি ৫২
হজরত সামুরা বিনতু নুহাইক ৫২
হজরত খাওলা বিনতু মালিক ৫২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামের শুরুযুগের নারীরা-৫৩

শিক্ষা কেন্দ্রে নারীদের উপস্থিতি ৫৩